যায়যায়দিন

তারিখ: 3 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অভিভাবকহীন বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টে অচলাবস্থা

এম মামুন হোসেন

কমিটি না থাকায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তহীনতায় প্রায় দুই মাস ধরে এ অচলাবস্থা চলছে। অভিভাবকহীন কল্যাণ ট্রাস্টের কারণে আটকে আছে কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অবসরভাতার চেক প্রদানসহ সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষকদের নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম। একই কারণে প্রাপ্য ভাতার জন্য আবেদন করতে পারছেন না অবসরপ্রাপ্ত কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীও।

জানা গেছে, দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৩ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত। এসব শিক্ষক-কর্মচারীরা যখন অবসরে যান তখন কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে তাদের এককালীন কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ২১ সদস্যের 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কল্যাণ ট্রাস্ট' এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর অবসরভাতা প্রদানসহ নানা কাজ করে থাকে। যাদের মধ্যে সাতজন সরকারি কর্মকর্তা, অবশিষ্ট অচলাবস্থা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

অচলাবস্থা : অভিভাবকহীন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৪ জন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিনিধি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান। ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক। তবে মূল দায়িত্ব পালন করেন মনোনীত সদস্য সচিব। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে তিন বছরের জন্য অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজুকে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, তিন বছরমেয়াদি এ ট্রাস্টের আগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিধিমত আগামী তিন বছরের জন্য কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড গঠন করতে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কমিটিতে সরকার সমর্থিত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নানামুখী রাজনৈতিক চাপে কমিটি গঠন সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে কমিটি গঠন বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কমিটির সদস্য সচিব পদ নিয়ে শুরু হয়ে জোর লবিং তদবির। সাবেক সদস্য সচিবকে আবারো সদস্য সচিব করার বিষয়ে নানামুখী তৎপরতার পাশাপাশি অন্য একজন শিক্ষক নেতাকে সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দানের বিষয় নিয়ে চলছে নানামুখী তদবির। ওই শিক্ষক নেতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বিধি মোতাবেক শিক্ষা সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব, একজন সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের দুজন হুইপ, দুজন সংসদ সদস্য ও একজন সাংবাদিক নেতার সুপারিশের আলোকে আবেদনের মর্মানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর চিঠিটি পাঠানো হয়। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আসাদুল হক ও আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী বরাবর এক চিঠিতে একজন শিক্ষক নেতাকে ট্রাস্টের সদস্য সচিব করার প্রস্তাব দেন। ফলে সদস্য সচিব নিয়োগ চূড়ান্ত করতে না পারায় গঠন করা যাচ্ছে না ২১ সদস্যের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন বোর্ড।

প্রসঙ্গত বেসরকারি শিক্ষকদের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালে সরকার কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। কিন্তু সংস্থাটি কাজ শুরু করার পরপরই ১৯৯১ সালের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির শাসনামলে কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর পুনরায় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম চালু করা হয়।

বর্তমানে প্রায় ৩৩ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষকরা অনলাইনে কল্যাণ ট্রাস্টে আবেদন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রজেক্টের সহায়তায় কল্যাণ ট্রাস্টকে ডিজিটালে উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে গত তিন বছরে ৩১ হাজার ১৯২ জন শিক্ষক-কর্মচারী অবসর ভাতা পেয়েছেন। তিন বছরে ৩১ হাজার ১৯৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী অবসর ভাতার পরিমাণ ৪০২ কোটি ৫৪ লাখ ১৬ হাজার টাকা। যা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার ১২ বছরের মোট টাকার চেয়েও বেশি। ১২ বছরে ৭৬ হাজার ৯৩৫টি আবেদনের বিপরীতে ৩৩৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে পদাধিকারবলে কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কমিটিতে পদ নিয়ে মূলত সরকার সমর্থিত বহু বাধা শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলোর আবদারে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। কমিটিতে শিক্ষক ও কর্মচারী প্রতিনিধি সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হয়। তবে খুব শিগগির কল্যাণ তহবিলের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে তিনি জানান।